মালাবার উপকূলে ইসলাম: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজী*

সার-সংক্ষেপ: ইসলাম একটি শাশ্বত, চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জীবনদর্শন।[১] পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব ও সম্প্রসারন বিশ্বের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্মের পূর্বে আরব ভূ-খন্ড ছিল কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক সীমারেখা। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত সেমেটিক জাতির জন্মভূমি এ উপদ্বীপ হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী নেতৃত্বে একটি সার্বজনীন ও সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষামূলক সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। রাসূলে করীম (সা:) এর ইন্তেকালের পর এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের পতাকা পূর্বে মধ্য এশিয়া হতে পশ্চিমে আটলান্টিক উপসাগরের স্পেন অবধি উত্তোলিত হয়। প্রাচীন শক্তিশালী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে উমাইয়া খলিফা আল্ ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের খিলাফত আমলে ৭১১ খ্রী: তারিক বিন্ জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন এবং ৭১২ খ্রী: মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে মুসলমানগণ ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। এ প্রসংগে রামপ্রান গুপ্ত বলেন "ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই মুসলমানগন স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে আরবগণ পরস্বাপহরণ মানসে বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন"।[২] কিন্তু তাঁর ধারনা ভ্রান্তিপূর্ণ ও অগ্রহনযোগ্য। কারন মুসলমানগণ ভারতবর্ষে লুঠতরাজ অথবা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মানসে আগমন করেননি। পরস্বাপহরন কখনও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলনা এবং অমুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের কোন নজীর ইতিহাসে নেই।[৩] ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং ইসলামের সম্প্রসারন নীতির একটি ফলপ্রসূ প্রয়াস বলেই মনে করা হয়। অবশ্য ভারতের মালাবার উপকূলে ইসলামের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মালাবার উপকূলে ইসলামের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করার পূর্বে এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। মূলত: বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মালাবার উপকূল ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটি জেলা বিশেষ। আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে ১০°- ১৫´ ও ১২° - ১৮´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫°-১৪´ ও ৭৬° - ১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে মালাবার অবস্থিত। আরব সাগরের তীরে প্রায় ১৫০ মাইল জুড়ে তা বিস্তৃত। ১৯২১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এর সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিন শত তেত্রিশ জন।[৪] Rowlandson- এর বর্ণনা মোতাবেক আরবীয় মুসলমানগন সপ্তম শতকের শেষের দিকে ভারতের

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মালাবার উপকূলে প্রথম তাদের বসতি স্থাপন করেন।[৫] Francise Day এবং Sturrock এর বর্ননায় এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। Sturrock এর ভাষায়-

> From the seventh century onwards, it is wellknown that Persian and Arab traders settled in large numbers at the different ports on the western coast of India and married women of the country and these settlements were specially large and important in Malabar where from a very early time it seems to have been the policy to afford every encouragement to traders at the ports.[৬]

তবে সিরিয়াস্থ খ্রীষ্টান বসতিস্থাপনকারীগণ যেরূপভাবে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, আরব মুসলমানদের ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য নয়। মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে স্বীয় ধর্মের উদ্দীপনা এবং স্বীয় ঐতিহ্য ও গৌরব বহন করে ভারতের মালাবার উপকূলে এসেছিলেন । এ প্রসংগে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন-

> They (the Muslims) came to India, not like the Christian Colonies of Syrians, driven and persecuted from their home lands, but full of the ardour of a new-found religion and of the prestige of conquest and glory. Before the ninth century was far advanced they had spread over the whole of the western coast of India and had created a stir among the Hindu populace, as much by their peculiar beliefs and worship as by the zeal with which they professed and advocated them.[৭]

এখন আমরা আরব মুসলমানদের মালাবার উপকূলে আগমনের কারন বিশ্লেষনের প্রয়াস পাব। Sturrock- এর বিবরণ হতে একথা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, ভারতীয় পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন্দরসমূহে বণিকদের বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার উৎসাহদানের রীতি অতিপ্রাচীনকাল হতেই প্রচলিত ছিল।[৮] Dr. Tara Chand- এর বর্ননায়ও একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য করি। তিনি বলেন- "The history of commercial intercourse between India and the Western countries- Arabia, Palestine and Egypt, goes back to very ancient times".[৯]

সম্ভাবত: ভৌগোলিক বা অবস্থানগত কারনেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যে আরবগণ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমানিত হয়।[১০] প্রাচীন আরবী অভিধান, প্রাক্ ইসলামী কবিতা ও মূর্তিপূজারী আরবদের ধর্মপুস্তক

হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইসলামী সভ্যতার বিকাশ সাধিত হওয়ার বহুপূর্বেই আরব মুসলমানগণ নাবিক হিসাবে সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল।[১১] আরবদের প্রধান বন্দর ছিল এডেন। আরবের এডেন, ভারতের কাম্বে এবং প্রাচ্যের মালাক্কা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য পথের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদে এদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[১২] মালাবার উপকূল উপরোক্ত বাণিজ্যপথের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল।[১৩] বন্দর তিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে Tome Pires মন্তব্য করেন -

> Cambay chiefly streches out two arms, with her right arm she reaches out towards Aden and with other towards Malacca, as the most important place to sail to, and the other places are held to be of less importance. Malacca cannot live without Cambay; nor Cambay without Malacca.[১৪]

একথা মনে করা হয় যে, মালাবার উপকূলে অবস্থিত কুইলন নামক বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে আরব বণিকগণ চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিত এবং বাংলার উপকূলভাগ স্পর্শ না করেই মালয়ের অন্তর্গত কালাহ্ বন্দরে সরাসরি গিয়ে হাজির হত। [১৫] ভারতের উপকূল সম্বন্ধে আরবী বিবরণগুলি যদিও পৌরানিক ভূগোলের কুয়াশায় আচ্ছন্ন,[১৬] তবুও ইবনে খুরদাদবিহ্ পাল্‌ক্ প্রণালীর ভেতর দিয়ে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরাঞ্চল ধরে একটি তীরকেন্দ্রিক সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে ইংগিত দিয়েছেন।[১৭] নয় শতক থেকে বার শতকের মধ্যে জীবিত সুলাইমান, ইবনে খুরদাদবিহ্ ও ইদ্রিসীর চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলের (রুহমী বা রহমী) রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া আব্বাসীয় দীনার ও দিরহাম প্রায় নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থক যে, দক্ষিন-পূর্ব বাংলার নগর কেন্দ্রগুলিতে আরব বণিকদের আগমন ঘটতো এবং তাঁরাই আবার এ অঞ্চলের পন্যগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যেত । সাত থেকে দশ শতকের মধ্যে মালায় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের যে সকল স্থানে আরব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে পালেংবাম , লাম্রী (পরে পেদির নামে পরিচিত) এবং কালাহ্ পেগুবন্দর স্পর্শকারী সমুদ্র বাণিজ্যের একটি রেখাপথ দ্বারা বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সংগে যুক্ত ছিল। [১৮]

অবশ্য 'দাক্ষিন' বা দক্ষিন হিন্দের সংগে, বিশেষ করে হিন্দের পশ্চিম উপকূলেই আরবদের তিজারতী আনাগোনা বেশী ছিল। মরু আরবে খানাপিনার জিনিসের অভাবের দরুন আরবগন মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই তাদের চারিদিক- এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যে সব এলাকা আছে তা থেকে

নিজেদের খোরাকী সংগ্রহ করার তাগিদে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে আসছে বলে সৈয়দ সুলায়মান নদভী উল্লেখ করেছেণ।[১৯] এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, আরবদের মালাবার উপকূলে বসতি স্থাপনের বহুপূর্বেই গ্রীক ও রোমানদের সাথে ভারতের, বিশেষ করে দক্ষিন ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। W. Hunter- এর বর্ণনা মোতাবেক , সম্রাট সলোমন ও ফির (বর্তমান বেয়পুর) থেকে স্বর্ন, রৌপ্য, হস্তীদন্ত, মর্কট ও ময়ূর আমদানী করতেন।[২০]একই সূত্র হতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ফিনিসীয়রা ভারতের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন এবং টলেমীয়রা ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লোহিত সাগরে বন্দর নির্মান করেন।[২১] Prof. Kennedy- এর বর্ণনা মতে, সেলুসিডি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পারস্য উপসাগরে বন্দর নির্মান করে পূর্বোক্তদের অনুসরণ করেন। [২২] একই সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মালাবার উপকূল থেকে গ্রীকগণ চাউল, আদা ও দারুচিনি আমদানী করতেন।[২৩] এতদ্ব্যতীত Dr. Tara Chand- এর ভাষায় "The coins of all the Roman Emperors from Augustus (d.14 A. D.) to Zeno (d. 491 A.D.) are found in Southern India, attesting to the ample commerce which India had with the West."[২৪] রোমানদের মত পারসিকগণও একই প্রকার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করেন। বসরার নিকটে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মিলনস্থলে তারা ওবোল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। সাসানীয়রা হিরার পত্তন করেন। প্রাচীন ব্যাবিলনের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবগণ এর সূচনা করেছিলেন। আরব লেখকদের বর্ণনা মোতাবেক, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে আরবের জনগণ নিজ নিজ গৃহ থেকে ভারত ও চীন হতে আগত বণিকদের দেখতে পেতেন।[২৫]

ভৌগোলিক বা অবস্থানগত কারনে আরবগন পারসিকদের অনুসরণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করেন। এডেন ব্যতীত 'শাহ্‌র' নামে তাদের অপর একটি বন্দর ছিল। পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করতে বা সেখান থেকে প্রস্থান করার পথে নাবিকরা 'শাহ্‌র'-এ খবরাখবর নিতেন। যন্ত্রপাতির উৎকৃষ্ট অংশই সরবরাহ করতেন আরবগণ। ভার্জিল প্রদত্ত বিবরন থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় ও আরব নাবিকগণ এন্টোনিও এবং ক্লিওপেট্রার অধীনে আক্টিয়ামের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। *Bombay Presidency Gazetteer*- এ Khan Bahadur Fazl Ullah Lutfullah Faridi চৌল, কল্যান ও সুপারা নামক স্থানে প্রাক-মুসলিম আরব বসতির কথা উল্লেখ করেছেন। এ্যাগাথার সাইড়স্ -এর সময়ে মালাবার উপকূলে

এত বেশী আরবীয় ছিলেন যে, সেখানকার অনেকে আরবীয় ধর্ম (সম্ভবত: সাবীযান) গ্রহন করেন। টলেমী কর্তৃক অংকিত ভারতের মানচিত্রেMelizigeris (আল্ জাজীরাহ্) শব্দের ব্যবহার থেকে অনুমিত হয় যে, আরবগণ অনেক পূর্বেই এখানে বসতি স্হাপন করে এবং আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। Prof. Reinaud এর ভাষায়-"Everything points to the belief that combined with the Persians they (The Arabs) exercised on those coasts up to the fourteenth century the same ascendancy which the portugues did afterwards."[২৬]

সপ্তম শতকের প্রারম্ভে ইসলামের অভ্যুদয় ও একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আরবীয় উপজাতিসমূহের একতাবদ্ধকরণ প্রাক্ ইসলাম যুগ থেকে সূচিত সমপ্রসারন ক্রিয়াকর্মে প্রবলবেগ সঞ্চার করে। মুসলিম সেনাবাহিনী দ্রুত সিরিয়া ও পারস্য জয় করে এবং ভারতীয় সীমান্তে উপনীত হয়। মুসলিম সওদাগরগণ পারসিক নৌ-বানিজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং আরব নৌবহর ভারতীয় জলসীমায় উপনীত হয়। এ প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেন-

> The rise of Islam in the beginning of the seventh century and the unification of the Arab tribes under a centralised state gave a tremendous impetus to the movement of expansion which was going on since pre-Islamic days. Muslim armies rapidly conquered Syria and Persia and began to hover on the outskirts of India. Muslim merchants immediately entered into the inheritance of Persian maritime trade and Arab fleets began to scour the Indian Seas."[২৭]

আরব নৌবহরসমূহ হয় লোহিত সাগরীয় উপকূল থেকে অথবা দক্ষিন উপকূল থেকে যাত্রা করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধুনদীর মোহনায় অথবা উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে কাম্বে উপসাগরে গিয়ে মাল খালাস করা। মালাবার উপকূলেও তারা উপনীত হত এবং এতে কৌলমসহ অন্যান্য বন্দরে সোজা পৌঁছে যাওয়ার জন্য মৌসুমী বায়ুর সাহায্য পেত। পারস্যোপসাগর হতে যাত্রাকরে নৌযানসমূহ একই পথ ধরে মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে কৌলম, মালয় উপদ্বীপ, পূর্বদিকের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ এবং চীনে উপনীত হত।[২৮] আল্লামা সুলায়মান নদভীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আরবগণ কাশবাতে আসতো পারস্য উপসাগরের উপকূল ধরে এবং তারপর তায়েম নামক বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করতো। অত:পর তারা গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ের বন্দরসমূহে, বিশেষত: খানা,

খামরায়াত, খান্‌বারা, চেমুর, বাহরোচ, ভারভূত, গান্ধার, খোখা-ও সুরাটে পৌঁছতো। তারপর যেত মাদ্রাজের বন্দরসমূহে, যথা- মালাবার, করোমন্ডল, কেপ, কেমোরিন, কৌলম, ম্যাঙ্গালোর, চালইয়াট, পিন্ডারানী, চান্দাপুর, হানুর, দেফাতান, কালিকট, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে এবং পরে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতো।[২৯]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর শাসনামলে ৬৩৬ খ্রী: সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবহর ভারতীয় জলসীমায় তথা পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে উপনীত হয়। কিন্তু খলিফার নির্দেশে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা জনিত কারনে জলপথে ভারত অভিযান সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে এবং স্থলপথে ভারতে পৌঁছার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় ও এ ব্যাপারে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অষ্টম শতকে মুহাম্মদ বিন্ কাশিমের সিন্ধু বিজয় ছিল সেই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি। এ সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যও অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলের তিনটি শহরে এবং শ্রীলংকায় তাদের বসতি স্থাপন করেছেন।[৩০] অষ্টম শতকে আরব নৌবহর ব্রোচ কাথিয়াওয়াড় উপকূলের বন্দরসমূহে উপনীত হয়। আরব মুসলমানদের ব্যবসায় ও বসতিস্থাপন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের মধ্যে মালাবার উপকূলে মুসলমানগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। দক্ষিন ভারতের পান্ড্যেরাজগণ আরবদের তাদের রাজ্যমধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে উৎসাহ দিতেন। T.W. Arnold- এর ভাষায়- "Very friendly relations appear to have existed between these Muslim traders and the Hindu rulers, who extended to them their protection and patronage in consideration of the increased commercial activity and consequent prosperity of the country."[৩১] তাঁরা মুসলমান বণিকদের সমাদর করতেন ও রাজ্যমধ্যে বসবাসের স্থান দিতেন এবং মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিতেন। সেখানে আরব মুসলমানগণ ব্যবসায় করতো, দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করতো এবং ইসলাম প্রচার করতো।[৩২] এভাবে নবম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই মুসলমানগণ ভারতের সমগ্র পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং ধর্মাচরনের বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম প্রচার ও পালনের উৎসাহ দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে গভীর সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। প্রত্যেক মুসলমানই সে সময় আপন ধর্মের প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয় এবং অন্যান্যদের উপর গভীর সাড়া পড়ে।

দক্ষিণ ভারতে তখন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। নব হিন্দুধর্ম প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সংগে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিকভাবেও সেটা ছিল অস্থিরতা ও উত্থান-পতনের কাল। চের রাজবংশ ক্ষমতা হারাচ্ছিল এবং ক্ষমতায় আসছিল নতুন রাজবংশ। স্বভাবত:ই জনসাধারণের মানসিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিচলিত এবং যে কোন সূত্র থেকেই আসুক না কেন, নতুন ধারনাবলী গ্রহনের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত অনুকূল ।[৩৩] এ পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের অজটিলতত্ত্ব, সুবর্ণিত মতবাদ ও অনুষ্ঠান এবং সমাজ সংগঠনের গণতান্ত্রিক তত্ত্ব বহনকরে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং এর প্রভাবও হয় অত্যন্ত বিপুল ও কার্যকরী । এ প্রসঙ্গে Logan অভিমত ব্যক্ত করেন-

> Islam appeared upon the scene with a simple formula of faith, well-defined dogmas and rites, and democratic theories of social organization. It produced a tremendous effect, and before the first quarter of the ninth century was over, the last of the cheraman Perumal Kings of Malabar who reigned at Kudongallur had become a convert to the new religion.[৩৪]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রা:) -এর 'ইসলাম কি সাদাকাত' নামক গ্রন্থে গুর্জরাটের ধারদার শহরের বাসিন্দা (গুজরাটের রাজাও) রাজভোজের বংশধর বলে দাবীদার মৌলভী রিজা খানের নিম্নরূপ একটি বিবরন পাওয়া যায়: "গুজরাট রাজাভোজ একদা আকাশে চন্দ্র পর্যবেক্ষনের জন্য নিজ ইমারতের ছাদে আরোহন করে দেখতে পেলেন যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল। এর রহস্য উদঘাটনের জন্য ব্রাহ্মনদের ডেকে পাঠালে তাঁরা জোগসাধনা বলে বললেন- 'আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহন করেছেন। তিনি তাঁর নিজ ধর্মের সততা প্রমানের জন্য আংগুলের ইশারায় এই অলৌকিক ঘটনাটি দেখান'। একথা শুনে সত্যপিয়াসী মুক্তিসন্ধানী ধর্মতৃষ্ণাতুর রাজা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর কাছে দূত পাঠিয়ে দেন। তিনি পত্রে লিখেন-হে মহামান্য! আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার পবিত্র সত্যধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন। তখন বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁর জনৈক সাহাবাকে দক্ষিন হিন্দে পাঠিয়েছেন। তিনি রাজাভোজকে ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরেধীরে প্রজাবৃন্দ বিক্ষোভ শুরু করে। তারা রাজার পরিবর্তে তাঁর ভাইকে সিংহাসনে বসায়। কিছু দিন পর রাজা এবং উক্ত সাহাবা ইন্তেকাল করেন। তাদের মাযার একই সাথে ধারদার শহরে বিদ্যামান রয়েছে।"[৩৫]

অবশ্য ড: তারা চাঁদ তাঁর *Influence of Islam on Indian Culture* নামক বইতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হচ্ছে- কোদুনগল্লু থেকে রাজ্যশাসনকারী মালাবারের চেরামন পেরুমালবংশীয় শেষ রাজার ইসলামধর্ম গ্রহন সংক্রান্ত একটি ঘটনা। ড: তারা চাঁদের বর্ণনা মোতাবেক, রাজার ইসলাম ধর্ম গ্রহনের প্রেক্ষাপট উপরোক্ত ঘটনার সাথে অভিন্ন হলেও সেক্কেউদ্দীন কর্তৃক ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান আস্‌সামরী। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আবদুল্লাহ্‌ এবং আবদুর রহমান আস্‌সামরী একই ব্যক্তি নন এবং তাঁদের সময়কাল ও এক নয়। কারণ আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর সমসাময়িক।[৩৬] পক্ষান্তরে আবদুর রহমান আস্‌সামরী ছিলেন নবম শতকের লোক।[৩৭] যাহোক, ধর্মান্তরনের পর রাজা আবদুর রহমান আস্‌সামরী মালাবার থেকে আরবে যান এবং শাহ্‌র-এ অবতরণ করেন। চার বছর পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৮] সেখানথেকে তিনি তাঁর রাজ্যশাসন ও মুসলমানদের প্রতি দেয় সম্বর্ধনা সম্পর্কে নির্দেশ সম্বলিত পত্র দিয়ে মালিক ইবনে দীনার, শরীফ ইবনে মালিক এবং মালিক ইবনে হাবিবকে মালাবারে প্রেরন করেন। তাঁদের প্রতি মালাবারে অত্যন্ত সদয় আচরন করা হয়[৩৯] এবং তাঁদের মসজিদ নির্মানের অনুমতি দেওয়া হয়। তারই ফলশ্রুতিতে মালাবার উপকূলে এগারটি স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৪০] অবশ্য রাজা চেরামন পেরুমালএর ধর্মান্তরিত হওয়ার কাহিনী কিংবদন্তীরূপেই প্রচলিত এবং এতে যথেষ্ঠ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলেও মনে করা হয়। কারণ কাহিনীতে উদ্ধৃত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ঐতিহাসিকভাবে সনাক্ত করা যায় না। অধিকন্তু সাধক পুরুষ মালিক ইবনে দীনারের ভারতে আগমন সম্পর্কে যথেষ্ঠ সংশয়ের অবকাশ রয়েছে।[৪১]

রাজার ইসলাম গ্রহন জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। মালাবারে সেই ঘটনার স্মৃতিকে অদ্যাবধি সজীব রাখা হয়েছে। প্রমান হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, জামুরিনের অভিষেকে তাঁকে মস্তক মুন্ডন করে মুসলমানী পোষাক পরানো হয় এবং একজন 'মপিল্ল' তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন।[৪২] মুসলমানগণ দৃশ্যত: এ সময়ে যথেষ্ঠ গুরুত্ব লাভ করেন। তাঁরা সম্মানসূচক 'মপিল্ল' নাম ধারন করতেন। এর অর্থ হচ্ছে 'মহান সন্তান'। কতিপয় খ্রীষ্টানও এ পদবী ধারন করতেন। তবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যকরণের লক্ষ্যে খ্রীষ্টানদের বলাহতো 'নুস্মরনীমপিল্ল'। জামোরিনের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরব বণিক তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। তাদের বাণিজ্য দ্বারা তিনি তাঁর শক্তি ও সম্পদই শুধু বৃদ্ধি করেননি, তাঁর আধিপত্য বৃদ্ধির দাবী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করেন।[৪৩] মুসলমানদের সম্পর্কে জামোরিনের ধারণা এত

উচ্চ ছিল যে, তিনি ইসলামধর্ম গ্রহনের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। কেননা ধর্মান্তরিতদের তিনি আরবজাহাজে নিযুক্ত করতেন এবং আপন আধিপত্য রক্ষার ব্যাপারে আরব নৌশক্তির উপর তাঁকে নির্ভর করতে হত। Ishwari Prashad - এর ভাষায়- "The Zamorin of Calicut is said to have deliberately encouraged the lower castes to embrace Islam in order to have sufficient sailors to man his ships. The preacher of the faith re-enforced the trader and did much to spread his beliefs".[৮৪] একই ধারনা ব্যক্ত করেন Professor Innes- "He (Zamorin) gave orders that in every family of fishermen (Makkunvans) in his dominion one or more of the male members should be brought up as Muhammadans".[৮৫]

এভাবেই মালাবার উপকূলে মুসলিম বসতি গড়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই। স্যার আরনল্ডের বক্তব্যেও এ কথার প্রমান মিলে।[৮৬] এ প্রসঙ্গে- Prof. A.B.M. Habibullah বলেন: "To the efforts of these merchant missionaries is to be ascribed the formation of the early community of Indian Mussalmans."[৮৭] রাজা জামুরিন মনে করতেন যে, আরব মুসলমানদের ব্যবসায় -বাণিজ্যের ফলেই তাঁর রাষ্ট্রের শান-শওকত ও জাঁক-জমক এত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, রাজার রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রেও তাঁর ইসলাম প্রীতি এবং ইসলাম বিস্তারে সহায়তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।[৮৮]

পরবর্তী শতকসমূহে ইসলামের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিব্রাজক এবং ভূগোলবিদ্‌দের বিবরন হতেই একথার যথার্থতা উপলব্দি করা যায়। ঐতিহাসিক মাসুদী ৯১৬ খ্রী: ভারত সফরকালে সেখানে সিরাফ, ওমান, বসরা ও বাগদাদ হতে আগত প্রায় দশসহস্রাধিক মুসলমান দেখতে পান।[৮৯] তারা সেখানকার স্থানীয় মহিলাদের সাথে বিধি সম্মতভাবে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৯০] দশম শতাব্দীতে বুযুর্গ ইবনে শাহ্‌রিয়ার নামক এক ইরানী সওদাগর এবং তাঁর কতিপয় সফরসঙ্গীর দক্ষিণ ভারত সফরের অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, তখন জামোরিনের রাজ্যে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সংখ্যা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, 'হুনরমন্দ' উপাধিধারী এক কাযীকে তাদের শরিআতী বিচার-আচারের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বুযুর্গ ইবনে শাহরিয়ার গোয়াবন্দরের নিকটস্থ সিন্দাপুর রাজ দরবারে বেশ কিছু মুসলিম দরবারীর সাক্ষাৎ

পেয়েছেন।[৫১] আবুল ফিদা কৌলমে চমৎকার মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা কাম্বে থেকে পশ্চিম উপকূল ধরে তাঁর ভ্রমন পথে সকল বন্দরে অবতরন করেন। সকল স্থানেই তিনি তাঁর নিজ ধর্মের লোকদের দেখতে পান। তিনি তাদের সমৃদ্ধিশালী এবং সুখী অবস্থায় দেখেন। মুসলিম রাজসভাসদগণ 'কন্দবার' - এ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সেখানকার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ দেখতে পান, যেখানে মুসলমানগন নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। বরচেলোর, ফচনৌর প্রভৃতি স্থানে কাযী ও মুফ্তীসহ বহু মুসলমান বসবাস করতেন। রাজাও মুসলমানদের সমীহ করতেন।[৫২] আব্দুর রাজ্জাক (১৪৪২) পর্তুগীজদের আগমনের প্রাক্কালে ভারত ভ্রমন করেন। কালিকট সম্পর্কে তিনি বলেন- "It contains a considerable number of Musalmans, who are constant residents and have built two mosques in which they meet every Friday to offer up prayer."[৫৩]

উক্ত সব বর্ণনার আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলমানগণ প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই সংখ্যায়, সম্পদে ও দক্ষতায় তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। উল্লেখ্য যে, নবম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণকারী সুলাইমান জানান যে, তিনি মুসলমান বা আরবী ভাষা-ভাষী কাউকে সেখানে দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁর এই বর্ণনা আদৌ গ্রহনযোগ্য নয়। কারন সিন্ধু, গুজরাট বা কাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে আরব বনিকগণ যে বিপুল বানিজ্যিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা তিনি দেখতে পাননি। তারও অবশ্য যুক্তি সংগত কারণ ছিল। Reinaud- এর বর্ণনা মতে, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল চীনে গমন করা এবং তখন চারিদিকে পর্যবেক্ষন করে কিছু দেখার মত অবকাশ তার ছিল না"[৫৪]। বস্তুত:পক্ষে কেরলপত্রিতে রক্ষিত তথ্যাবলী, মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী, উৎকীর্ণশিলালিপি, মুসলিম ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ ও পরিব্রাজকদের বিবরণ, প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সংগে আরবদের ক্রমাগত ব্যবসায়- বাণিজ্য- এসব থেকে একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় এবং তা হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (স:) এর ইন্তেকালের অনতিকাল পরেই মুসলমানগণ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেন এবং শীঘ্রই মালাবারের শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হন।[৫৫]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি:

প্রথমত: মালাবার উপকূলে আরব বসতি গড়ে উঠা এবং ইসলাম প্রচারের পশ্চাতে মূলত: বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। এ প্রসঙ্গে Ishwari Prashad বলেন - "The earliest Muslims who came to India were traders who reached the coast of Malabar attracted by the profits of trade. The tolerant policy pursued by the Hindu Rajas both on the eastern and western coasts facilitated their task".[৩৬]

দ্বিতীয়ত: ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বণিকগন যখন মালাবার উপকূলে এসে পৌঁছতো, তখন তাদের সাথে অনেক মুসলিম ধর্ম প্রচারক বা পীর-দরবেশ ও থাকতেন। তাঁরা সেই সুযোগে সেখানে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। তাছাড়া ইসলাম অপরিহার্যভাবে প্রচারধর্মী এবং প্রতিটি মুসলমানই আপন ধর্মের প্রচারক স্বরূপ।[৩৭] ফলে বহু হিন্দু ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেতেন। বিভিন্ন পরিব্রাজক এবং ভূ-গোলবিদদের পূর্বোক্ত বিবরণ হতে এ কথার যথার্থতা প্রমানিত হয়।

তৃতীয়ত: মালাবারের রাজার ইসলাম গ্রহণ এবং স্থানীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনের ফলে সেখানে ইসলাম প্রচারের একটি ক্ষেত্র তৈরী হয়। ফলে ইসলামের সুমহান আদর্শ তদানিন্তন সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্থত: মুসলিম সংস্কৃতি এবং আরব-অনারব আদর্শের সংমিশ্রণে এর গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে সর্ব প্রথম আরববাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মধ্যে নিয়ম মাফিক বৈবাহিক সম্পর্কও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রাবিঢ় ও সেমিটিক জাতির এ সংমিশ্রনে যে নতুন জাতির উদ্ভব হল তারাই মূলত: ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির পুরোধা ছিলেন। ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেন এবং সমঝোতা ও সহ-অবস্থানের মাধ্যমে নূতন কৃষ্টির সূচনা হল। স্যার আরনল্ডের বর্ণনাতেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৮]

পঞ্চমত: মালাবার উপকূলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দক্ষিন এবং দক্ষিন-পূর্ব এশীয়-উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূরপ্রসারী হয় এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়।

ষষ্ঠত: মালাবারে মুসলমানদের আগমনের ফলে যে কেবলমাত্র মুসলমানগণই উপকৃত হয়েছিলেন, একথা বলা যুক্তিসংগত নয়। কারন সংস্কৃতির গতি উভয়মুখী (Two-way traffic)। ফলে একদিকে যেমন মুসলমানগন এখানে এসে হিন্দু ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান, অপরদিকে তাঁরা ভারতীয় উপাদানগুলি ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং আরব মুসলমানদের নি:সন্দেহে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক বলা যেতে পারে। তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা হতে যেরূপ গ্রহন করেন তদ্রুপ তাঁরা যথেষ্ট অবদানও রাখেন।

সপ্তমত: মুসলমানগন ভারতীয় উপমহাদেশের মালাবার উপকূলে এসে অতি তাড়াতাড়ি সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তুলনামূলকভাবে অতি অল্প সময়ে সেখানকার সমাজ ও রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। একদিকে তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মন্ত্রী, নৌ-অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি পদমর্যাদা লাভ করেন এবং অপরদিকে অনেক ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়ে সফলতা অর্জন করেন। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তাঁদের গুরুত্বপূর্ন প্রভাব সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন-

> The Musalmans made their advent in South India on the Western coast as early as the eighth century if not earlier and in the tenth century on the eastern coast that they soon spread over the whole coast and in a comparatively short time acquired great influence both in politics and in society.[৩]

সুতরাং প্রকৃত ঘটনার উপর অতিরিক্ত জোর না দিয়েও একথা বলা যায় যে, দক্ষিণভারতে হিন্দু ধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে সপ্তম শতকের পর থেকে যদি কোন বিদেশী উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যাকে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিবৃদ্ধির ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে তা ইসলামের প্রভাবের ফলে ঘটার সম্ভাবনাই অত্যধিক এবং এই নিরিখে তা ইসলামের অবদান বলেই গণ্য হতে পারে। অবশ্য তা ইসলামের প্রাণবস্তুর বহির্ভূত কিছু নয়। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ওপর খৃষ্টীয় প্রভাবের কথা আসতে পারে না। কারন দক্ষিণ ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত: তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে বন্ধ হয়ে যায়।

তথ্য নির্দেশ

১. আল কুরআন, ৫: ৩।

২. রামপ্রান গুপ্ত, পাঠান রাজবৃত্ত, (কলিকাতা-১৩১৮). পৃ:১-২ ।

৩. Ishwari Prashad, *A Short History of Muslim Rule in India*, (The Indian Press Ltd., Allahabad), 1954, p. 09.

৪. E.J. Brill, *First Encyclopaedia of Islam*, (ed.A.J. Wensinck, New York, 1913 -36),Vol. 5, p. 186.

৫. Rowlandson, *Tuhfat al Mujahidin*, Hyderabad edition, ''Preface''.

৬. Sturrock, *South Kanara*, Madras District Manuals, p. 180, (quoted by Dr. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture*, The Indian Press Ltd., Allahabad, 1954, p. 32).

৭. Dr. Tara Chand, *Ibid*, p.33.

৮. Sturrock, *op. cit.*, p. 180.

৯. Tara Chand, *op. cit.*, p. 29.

১০. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *আরব নৌবহর*, অনুবাদক - হুমায়ূন খান, ২য় সংস্করন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন- ১৯৮৮, ভূমিকা, পৃ: খ ।

১১. সুলায়মান নদভী, পূর্বোক্ত।

১২. Bernard Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Selected Writings of B. Schrieke, The Hague, 1955, W. Van Hoeve Publishers Ltd., pp. 07-18.

১৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মমতাজুর রহমান তরফদার, "তোমে পিরেসের বিবরনে বাংলাদেশ", আবু *মুহাম্মেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৯১, পৃ:২০৭।

১৪. Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires*, London, 1944, The Hakluyt society, p.42.

১৫. মমতাজুর রহমান তরফদার, *প্রাক্-মুসলিম যুগের বাংলায় সামন্ততন্ত্র: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন, ১৯৮১, পৃ: ০৭, ০৮।

১৬. তরফদার, পূর্বোক্ত।

১৭. G.F. Hourani, *Arab Sea-Faring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times*, Beirut, 1963, p. 171.

১৮. তরফদার, প্রাগুক্ত, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পৃ:০৮।

১৯. মুফাখ্খারুল ইসলাম, "উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা , তেইশবর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪ইং, পৃ: ৭১৬।

২০. W. Hunter, *History of British India*, Vol. 1, p. 25.

২১. W. Hunter, *ibid*, p. 25.

২২. Kennedy, "The Early commerce of Babylon with India", *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1898, p.241.

২৩. *Ibid*, p. 241.

২৪. Dr. Tara Chand, *op. cit.*, p. 29.

২৫. *Ibid*, p. 29 - 30.

২৬. Reinaud, *Relations des voyages faits par less Arabs et les Persanes*, vol. 1, p. XXXIX, (quoted by Dr. Tara Chand, Ibid, p. 31).

২৭. Dr. Tara Chand, *op. cit.*, p. 31.

২৮. *Ibid*, p. 31.

২৯. সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৩০. Dr. Tara Chand, *op. cit.*, pp 31-32.

৩১. Sir T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Renaissance Publishing House, Delhi, 1984, p. 264.

৩২. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম: রাষ্ট্র ও সমাজ*, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা -১৯৮৪), পৃ:১৫০।

৩৩. Dr. Tara chnd, *op. cit.*, pp. 33-34.

৩৪. Logan, *Malabar*, Vol. 1, p. 245.

৩৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:), *ইসলাম কি সাদাকাত*, উদ্ধৃত: মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৭।

৩৬. মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৭।

৩৭. Dr. Tara Chand, *op.cit.*, p.34.

৩৮. *Ibid*, p. 34.

৩৯. Zayn-al-Din, *Tuhfat-al-Mujahidin*, (Hyderabad edition), p. 14.

৪০. Dr. Tara Chand, *op. cit.*, p. 34.

৪১. *Ibid*, p. 35:

৪২. Qadir Hussain Khan, "South Indian Musalmans", *Madras Christian College Magazine*, Madras, 1912-13, p. 241.

৪৩. Sir T.W. Arnold - এর বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায় (Arnold, T.W., op. cit., pp. 263-266).

৪৪. Ishwari Prashad, *op. cit.*, p. 10.

৪৫. Prof. Innes, *The Commercial contract between the Arabs and Malabar*, p. 19.

৪৬. Arnold, T.W., *op. cit.*, p. 266.

৪৭. Prof. A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, Delhi, p.01.

৪৮. M.T. Titus, *Indian Islam*, Oxford, 1930, p. 39.

৪৯. Tara Chand, *op. cit.*, p.270.

৫০. Arnold, T.W., *op. cit.*, p. 270.

৫১. মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৯।

৫২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ননী গোপাল চৌধুরী, *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত*, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলিকাতা,আগষ্ট-১৯৮৪, পৃ: ৬৯- ৭১।

৫৩. Major, *India in the fifteenth Century, Narrative of the Voyage of Abdur Razzak*, quoted by Tara Chand, p. 38.

৫৪. Reinaud, *op. cit.*, p. XXXIX.

৫৫. Tara Chnd, *op. cit.*, p. 38.

৫৬. Ishwari Prashad, *op. cit.*, p. 9.

৫৭. Tara Chand, *op. cit.*, p. 33.

৫৮. Arnold, T.W., *op. cit.*, p. 270.

৫৯. Tara Chnd, *op. cit.*, p. 43.